أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/৫)

www.motaher21.net

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰوا لَا يَقُومُون

যারা সুদ খায়!

Those who devour usury!

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৭৫

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলেঃ “ব্যবসা তো সুদেরই মতো।” অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসীহত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে।আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এই কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে সে থাকবে চিরকাল।

২৭৫ নং আয়াতের তাফসীর:

পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা ‘আলা দানের প্রতি উৎসাহ, দানের ফযীলত ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ আয়াতে যারা সুদ খায় কিয়ামতের দিন তাদের কী অবস্থা হবে, সুদের বিধি-বিধান ও যারা সুদের বিধান জানার পরেও বর্জন করে না তাদের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

সুদ দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের প্রধান অন্তরায়। এটি মানব জীবনে এমন একটি মারাত্মক ব্যাধি যা দরিদ্রকে নিঃসম্বল করে আর সম্পদশালীদের সম্পদ বেশী করে। এটি সমাজের একশ্রেণির পুঁজিবাদী লোকেদের অন্যের সম্পদ শোষণের হাতিয়ার। পূর্ববর্তী জাতিকে যেসকল অপরাধের কারণে লা ‘নত করা করা হয়েছে তাদের অন্যতম একটি হল সুদ (সূরা নিসা ৪:২৬৯)। যারা জেনেশুনে সুদ খায়, সুদ বৈধতার লাইসেন্স প্রদান করে তারা মূলত আল্লাহ তা ‘আলা ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সুতরাং এমন জঘন্য অপরাধ থেকে সকলকে সতর্ক হওয়া উচিত।

সুদের পরিচয়: সুদের আরবি হল- রিবা (الربا) যার অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য হল যা মূল ধনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় সুদ:

প্রধানত সুদ দু’ প্রকারে হয়- (১) বাকীতে সুদ ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণদাতা সময়ের তারতম্যে মূল ধনের অতিরিক্ত যা গ্রহণ করে থাকে। যেমন এক টাকায় এক বছর পর দুই টাকা গ্রহণ করা।

(২) একই জাতীয় দ্রব্য বা পণ্য লেনদেনে কম-বেশি করা যদিও দ্রব্য বা পণ্যের মানে তারতম্য হয়। যেমন এক কেজি চাউলের বিনিময়ে দু’ কেজি চাউল গ্রহণ করা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের কর্মচারী নিয়োগ দিলেন। সে ভাল ভাল খেজুর নিয়ে আসল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: খায়বারের সব খেজুর কি এরূপ? সে বলল: না, দু’ সা ‘ (এক সা ‘ প্রায় আড়াই কেজি) নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে এক সা ‘ ভাল খেজুর গ্রহণ করি, আবার তিনি সা ‘ নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে দু’ সা ‘ ভাল খেজুর গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: এরূপ করো না, (নিম্নমানের খেজুর) সব দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে তারপর দিরহাম দ্বারা ভাল খেজুর ক্রয় কর। (সহীহ বুখারী হা:২০৮৯)

প্রথমেই আল্লাহ তা ‘আলা কিয়ামতের দিন সুদখোরদের ভয়ানক অবস্থা ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনার একটি উপমা তুলে ধরেছেন। যারা সুদ খায় তারা হাশরের দিন কবর থেকে ঐ ব্যক্তির মত উঠবে যে ব্যক্তিকে কোন শয়তান-জিন আছর করে উন্মাদ ও পাগল করে দেয়। তাদের এ ভয়ানক ও লাঞ্ছনার কারণ হল, তারা সুদকে ব্যবসার মত হালাল মনে করে। তাদের বক্তব্য হলো ব্যবসায় যেমন হালাল, ব্যবসা করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় তেমনি সুদ সম্পদ বৃদ্ধি করে, তাই ব্যবসার মত সুদও হালাল, উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এখান

থেকে জানা গেল, জিন ও শয়তানের আছরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। এর বাস্তবতা রয়েছে, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরাও স্বীকার করেন। মৃত্যুকালীন সময় শয়তানের আছর থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা ‘আলার কাছে আশ্রয় চাইতেন। (নাসায়ী হা: ৫৫৩১, সহীহ)

প্রথমেই সুদখোরদের এ ভয়ানক অবস্থা আলোচনার কারণ হল, যাতে মানুষ সুদ থেকে বিরত থাকে। আয়াতে ‘সুদ খাওয়া’ র (يَأْكُلُوْنَ) কথা বলা হয়েছে। এ অর্থ হল- সুদ গ্রহণ করা ও সুদী লেন-দেন করা। খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি ‘খাওয়া’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ হল- যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেয়ার সুযোগ থাকে না। অন্যরকম ব্যবহারে ফেরত দেয়ার সুযোগ থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বুঝাতে ‘খেয়ে ফেলা’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(لَا يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ...)

‘দণ্ডায়মন হবে’ এখানে দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হল- কবর থেকে হাশরের উদ্দেশ্যে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে যাকে কোন শয়তান-জিন আছর করে দিশেহারা করে দেয়।

(فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى)

‘সুতরাং যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসবে’ অর্থাৎ যে ব্যক্তির কাছে ‘সুদ হারাম’ - আল্লাহ তা ‘আলার এ বাণী পৌঁছল, অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলাকে ভয় করে সুদ খাওয়া ও সকল প্রকার সুদী লেন-দেন বর্জন করল এমন ব্যক্তির পূর্ববর্তী সুদী লেন-দেনের জন্য পাকড়াও করবেন না। আর যে ব্যক্তি জানার পরও বিরত থাকবে না তার ঠিকানা জাহান্নাম।

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সুদ সম্পর্কে সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। তারপর সুদের ব্যবসায় নিষিদ্ধ করে দিলেন। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫৪০)

সুদখোরদের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা ‘আলার বাণী ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যেমন তিনি বলেন:

الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

সুদের ৭০টি অপরাধ রয়েছে আর সর্বনিম্ন অপরাধ হল সুদখোর যেন তার মাকে বিবাহ করল। (সহীহুত তারগীব হা: ১৮৫৮)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

আল্লাহ তা ‘আলা লা ‘নত করেছেন সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সাক্ষ্য দানকারী ও লেখকের প্রতি। (নাসাঈ হা: ৫০১৪, সহীহ)

যে সাতটি কারণে জাতির ধ্বংস অনিবার্য তার অন্যতম একটি হল সুদ। (সহীহ বুখারী হা: ২৭৬৬)

মূল শব্দটি হচ্ছে ‘রিবা’ । আরবী ভাষায় এর অর্থ বৃদ্ধি। পারিভাষিক অর্থে আরবরা এ শব্দটি ব্যবহার করে এমন এক বর্ধিত অংকের অর্থের জন্য, যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী মূল অর্থের বাইরে আদায় করে থাকে। আমাদের ভাষায় একেই বলা হয় সুদ। কুরআন নাযিলের সময় যেসব ধরনের সুদী লেনদেনের প্রচলন ছিল সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতের কোন জিনিস বিক্রি করতো এবং দাম আদায়ের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতো। সময়সীমা অতিক্রম করার পর যদি দাম আদায় না হতো, তাহলে তাকে আবার বাড়তি সময় দিতো এবং দাম বাড়িয়ে দিতো। অথবা যেমন, একজন অন্য একজনকে ঋণ দিত। ঋণদাতার সাথে চুক্তি হতো, উমুক সময়ের মধ্যে আসল থেকে এই পরিমাণ অর্থ বেশী দিতে হবে। অথবা যেমন, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি বিশেষ সময়সীমার জন্য একটি বিশেষ হার স্থিরিকৃত হয়ে যেতো। ঐ সময়সীমার মধ্যে বর্ধিত অর্থসহ আসল অর্থ আদায় না হলে আগের থেকে বর্ধিত হারে অতিরিক্ত সময় দেয়া হত। এই ধরনের লেনদেনের ব্যাপার এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরবরা পাগল ও দেওয়ানাকে বলতো, ‘মজনূন’ (অর্থাৎ জিন বা প্রেতগ্রস্ত)। কোন ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে, একথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে দ্বারা বলতো, উমুককে জিনে ধরেছে। এই প্রবাদটি ব্যবহার করে কুরআন সুদখোরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছে যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তি যেমন ভারসাম্যহীন কথা বলতে ও কাজ করতে শুরু করে, অনুরূপভাবে সুদখোরও টাকার পেছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন কথা ও কাজের মহড়া দেয়। নিজের স্বার্থপর মনোবৃত্তির চাপে পাগলের মতো সে কোন কিছুরই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে কোন্ কোন্ পর্যায় মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির শিকড় কেটে গেলো, সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন ধরণের ধ্বংসকর প্রভাব পড়লো

এবং কতগুলো লোকের দুরবস্থার বিনিময়ে সে নিজের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করলো-এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যাথাই থাকে না। দুনিয়াতে তার এই পাগলপারা অবস্থা। আর যেহেতু মানুষকে আখেরাতে সেই অবস্থায় ওঠানো হবে যে অবস্থায় সে এই দুনিয়ায় মারা গিয়েছিল, তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি একজন পাগল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে।

অর্থাৎ তাদের মতবাদের গলদ হচ্ছে এই যে, ব্যবসায়ে যে মুলধন খাটানো হয়, তার ওপর যে মুনাফা আসে সেই মুনাফালব্ধ অর্থ ও সুদের মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করে না। এই উভয় অর্থকে একই পর্যায়ভূক্ত মনে করে তারা যুক্তি পেশ করে থাকে যে, ব্যবসায়ে খাটানো অর্থের মুনাফা যখন বৈধ তখন এই ঋণবাবদ প্রদত্ত অর্থের মুনাফা অবৈধ হবে কেন? বর্তমান যুগের সুদখোররাও সুদের স্বপক্ষে এই একই যুক্তি পেশ করে থাকে। তারা বলে, এক ব্যক্তি যে অর্থ থেকে লাভবান হতে পারতো, তাকে সে ঋণ বাবদ দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে তুলে দিচ্ছে। আর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তা থেকে লাভবানই হচ্ছে। তাহলে এক্ষেত্রে ঋণদাতার যে অর্থ থেকে ঋণগ্রহীতা লাভবান হচ্ছে তার একটি অংশ সে ঋণদাতাকে দেবে না কেন? কিন্তু তারা একথাটি চিন্তা করে না যে, দুনিয়ায় যত ধরনের কারবার আছে, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি-যাই হোক না কেন, যেখানে মানুষ কেবলমাত্র শ্রম খাটায় অথবা শ্রম ও অর্থ উভয়টিই খাটায়, সেখানে কোন একটি কারবারও এমন নেই যাতে মানুষকে ক্ষতির ঝুঁকি (Risk) নিতে হয় না। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মুনাফা বাবদ অর্জিত হবার গ্যারান্টিও কোথাও থাকে না। তাহলে সারা দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসায় সংগঠনের মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতিইবা কেন ক্ষতির ঝুঁকিমুক্ত থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভের হকদার হবে? অলাভজনক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করার বিষয়টি কিছুক্ষণের জন্য না হয় দূরে সরিয়ে রাখুন এবং সুদের হারের কম বেশীর বিষয়টিও স্থগিত রাখুন। লাভজনক ও উৎপাদনশীল ঋণের ব্যাপারেই আসা যাক এবং হারও ধরা যাক কম। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা রাতদিন নিজেদের কারবারে সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি খাটিয়ে চলছে এবং যাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপরই এই কারবার ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করছে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা হাসিল করতে থাকবে, এটি কোন্ ধরনের বুদ্ধিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত কথা? ন্যায়, ইনসাফ ও অর্থনীতির কোন্ মানদণ্ডের বিচারে একে ন্যায়সঙ্গত বলা যেতে পারে। আবার এক ব্যক্তি একজন কারখানাদারকে বিশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ ঋণ দিল এবং ঋণ দেয়ার সময়ই সেখানে স্থিরিকৃত হলো যে, আজ থেকেই সে বছরে শতকরা পাঁচ টাকা হিসেবে নিজের মুনাফা গ্রহণের অধিকারী হবে। অথচ কেউ জানে না, এই কারখানা যে পণ্য উৎপাদন করছে আগামী বিশ বছরে বাজারে তার দামের মধ্যে কি পরিমাণ ওঠানামা হবে? কাজেই এ পদ্ধতি কেমন করে সঠিক হতে পারে? একটি জাতির সকল শ্রেণী একটি যুদ্ধে বিপদ, ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করবে কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতি গোষ্ঠীই তাদের জাতিকে প্রদত্ত যুদ্ধঋণের সুদ উসূল করতে থাকবে শত শত বছর পরও, এটাকে কেমন করে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত বলা যেতে পারে?।

ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই পার্থক্য নিম্নরূপঃ(ক) ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার সমান বিনিময় হয়। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে একটি পণ্য কিনে ক্রেতা তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে ক্রেতার জন্য ঐ পণ্যটি যোগাড় করার ব্যাপারে বিক্রেতা নিজের যে বুদ্ধি, শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিল তার মূল্য গ্রহণ করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনের ব্যাপারে মুনাফার সমান বিনিময় হয় না। সুদ গ্রহণকারী অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করে। এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু অন্যদিকে সুদ প্রদানকারী কেবলমাত্র 'সময়' লাভ করে, যার লাভজনক হওয়া নিশ্চিত নয়। নিজের

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য যদি সে ঐ ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঐ 'সময়' তার জন্যে নিশ্চিতভাবে অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারিগরি সংস্থা অথবা কৃষি কাজে লাগাবার জন্য ঐ অর্থ নিয়ে থাকে, তবুও 'সময়' তার জন্য যেমন লাভ আনবে তেমনি ক্ষতিও আনবে, দু' টোরই সম্ভাবনা সমান। কাজেই সুদের ব্যাপারটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি দলের লাভ ও অন্য দলের লোকসানের ওপর অথবা একটি দলের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ ও অন্য দলের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের ওপর।(খ) ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে যত বেশী লাভ গ্রহণ করুক না কেন, সে মাত্র একবারই তা গ্রহণ করে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী নিজের অর্থের জন্য অনবরত মুনাফা নিতে থাকে। আবার সময়ের গতির সাথে সাথে তার মুনাফাও বেড়ে যেতে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার অর্থ থেকে যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ঋণদাতা এই লাভ থেকে যে মুনাফা অর্জন করে তার কোন সীমা নেই। এমনও হতে পারে, সে ঋণগ্রহীতার সমস্ত উপার্জন, তার সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ এমনকি তার পরনের কাপড়-চোপড় ও ঘরের বাসন-কোসনও উদরস্থ করে ফেলতে পারে এবং এরপরও তার দাবী অপূর্ণ থেকে যাবে।(গ) ব্যবসায়ে পণ্যের সাথে তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতাকে আর কোন জিনিস বিক্রেতার হাতে ফেরত দিতে হয় না। গৃহ, জমি বা মালপত্রের ভাড়ার ব্যাপারে আসল যে বস্তুটি যার ব্যবহারের জন্য মূল্য দিতে হয়, তা ব্যয়িত হয় না বরং অবিকৃত থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় তা ভাড়াদানকারীর কাছে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা আসল পুঁজি ব্যয় করে ফেলে তারপর ব্যয়িত অর্থ পুনর্বার উৎপাদন করে বৃদ্ধি সহকারে ফেরত দেয়।(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও কৃষিতে মানুষ শ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু সুদী কারবারে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে কোন প্রকার শ্রম ও কষ্ট ছাড়াই অন্যের উপার্জনের সিংহভাগের অংশীদার হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকে "অংশীদার" বলা হয় লাভ-লোকসান উভয় ক্ষেত্রে যে অংশীদার থাকে এবং লাভের ক্ষেত্রে লাভের হার অনুযায়ী যার অংশীদারীত্ব হয়, তেমন অংশীদারের মর্যাদা সে লাভ করে না। বরং সে এমন অংশীদার হয়, যে লাভ-লোকসান ও লাভের হারের কোন পরোয়া না করেই নিজের নির্ধারিত মুনাফার দাবীদার হয়।এসব কারণে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক মর্যাদা ও সুদের অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। এর ফলে ব্যবসায় মানবিক তামাদ্দুনের লালন ও পুনর্গঠনকারী শক্তিতে পরিণত হয়। বিপরীতপক্ষে সুদ তার ধ্বংসের কারণ হয়। আবার নৈতিক দিক দিয়ে সুদের প্রকৃতিই হচ্ছে, তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, কঠোরতা ও অর্থগৃধ্নুতা সৃষ্টি করে এবং সহানুভূতি ও পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট করে দেয়। তাই অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই সুদ মানবতার জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

একথা বলা হয়নি যে, যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হচ্ছে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে থাকছে। এই বাক্য থেকে জানা যায়, "যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই" বাক্যের অর্থ এ নয় যে, যা কিছু ইতিপূর্বে খেয়ে ফেলেছে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে বরং এখানে শুধুমাত্র আইনগত সুবিধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সুদ সে খেয়ে ফেলেছে আইনগতভাবে তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হবে না। কারণ তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হলে মামলা-মোকদ্দামার এমন একটা ধারাবাহিকতা চক্র শুরু হয়ে যাবে যা আর শেষ হবে না। তবে সুদী কারবারের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেছে নৈতিক দিক দিয়ে তার অপবিত্রতা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি তার মনে যথার্থই আল্লাহর ভীতি স্থান লাভ করে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভংগি যদি সত্যিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই এই হারাম পথে উপার্জিত ধন-সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের অর্থ-সম্পদ তার কাছে আছে তাদের সন্ধান লাভ করার জন্য নিজস্ব পর্যায়ে

যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। হকদারদের সন্ধান পাবার পর তাদের হক ফিরিয়ে দেবে। আর যেসব হকদারের সন্ধান পাবে না তাদের সম্পদগুলো সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। এই কার্যক্রম তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। তবে যে ব্যক্তি তার পূর্বেকার সুদলব্ধ অর্থ যথারীতি ভোগ করতে থাকে, সে যদি তার এই হারাম খাওয়ার শাস্তি লাভ করেই যায়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

সুদের সাথে জড়িতদের শাস্তিদান প্রসঙ্গ

এর পূর্বে ঐ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা সৎ, দাতা, যাকাত প্রদানকারী, অভাবগ্রস্ত ও আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনাকারী এবং সদা-সর্বদা তাদের উপকার সাধনকারী। এবার ঐসব লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা সুদ খায়, দুনিয়া লোভী, অত্যাচারী এবং অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী। এখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা ঐ সব লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদরকে কিয়ামত দিবসে কবর থেকে পুর্নজীবন দিয়ে উত্থিত করা হবে এবং বিচারের জন্য সমবেত করা হবে। তিনি বলেনঃ ‘যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শায়তানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির ন্যায় কিয়ামত দিবসে দণ্ডায়মান হবে; এর কারণ এই যে, তারা বলেঃ ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তা নয়। ঐ সুদখোর লোকেরা তাদের কবর থেকে অজ্ঞান অথবা পাগলের মতো দিকভ্রান্ত হয়ে উত্থিত হবে। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যারা সুদ ভক্ষণ করে তাদেরকে কিয়ামত দিবসে শৃঙ্খলিত বন্দী হিসেবে কবর থেকে তোলা হবে। (তাফসীর তাবারী-৬/৯) ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) ’ও এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ‘আউফ ইবনু মালিক (রহঃ) , সা ‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) , সুদ্দী (রহঃ) , বারী ‘ ইবনু আনাস (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) অনুরূপ তাফসীর করেছেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ৩/১১৩০, ১১৩১)

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) এবং ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস ‘উদ (রাঃ) থেকে منالمس এরপর يومالقيامة শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ তারা দাড়াতে সক্ষম হবে না। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম)

ইবনু জারীর (রহঃ) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) -এর একটি সূত্র উল্লেখ করে বলেন যে, কিয়ামতের দিন সুদখোরকে বলা হবে তোমার অস্ত্র ধারণ করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। (তাফসীর তাবারী -৬/৯/৬২৪১)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ .فَقُلْتُ :مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ :هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

‘মি ‘রাজের রাতে একটি সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছি যাদের পেটগুলো বড় বড় ঘরের মতো, যার ভিতরে অনেকগুলো সাপ। যা পেটের বাহির থেকেই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিলো। আমি বললাম, হে জিবরাঈল (আঃ) - এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো সুদখোর। (সনদ য ‘ঈফ। সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৬৩/২২৭৩, মুসনাদ আহমাদ -২/৩৫৩, ৩৬৩)

ইমাম বুখারী (রহঃ) সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ-حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ -وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ،]مَا يَسْبَحُ[ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِهِ :أَنَّهُ آكِلُ الرِّبَا.

‘যখন আমি লাল রঙ বিশিষ্ট একটি নদীতে পৌঁছি যার পানি রক্তের মতো লাল ছিলো, তখন আমি দেখি যে, এক লোক অতি কষ্টে নদীর তীরে আসছে। কিন্তু তীরে একজন ফিরিশতা বহু পাথর জমা করে বসে আছেন এবং তাঁর পাশে আরো একজন ফিরিশতা রয়েছেন। নদীতে থাকা লোকটি সাতরে তীরের কাছে আসার সাথে সাথে একজন ফিরিশতা তার মুখ হা করে ধরছেন এবং অপর ফিরিশতা তার মুখে পাথর ভরে দিচ্ছেন। তখন সে ওখানে থেকে পলায়ন করছে। অতঃপর পুনরায় এরূপই হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, তার শাস্তির কারণ এই যে, সে সুদ খেতো। (সহীহুল বুখারী-১২/৪৫৭/৭০৪৭, মুসনাদ আহমাদ -৫/৮, ১০। ফাতহুল বারী ৩/২৯৫)

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا﴾

‘এর কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা সুদের অনুরূপ; অথচ মহান আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।’ এটা মনে রাখার বিষয় যে, তারা যেন সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অনুমান করে সুদ লেনদেন করতো এমনটি নয়, কেননা মুশরিকরা পূর্ব হতে ক্রয়-বিক্রয়কেও শারী ‘আত সম্মত বলতো না। তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ঐ বৈধতা ও অবৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে। এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা কাফিরদেরই উক্তি। তাহলে সুক্ষ্মতার সাথে একটি উত্তরও হয়ে যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্ একটিকে হারাম করেছেন এবং অপরটিকে হালাল করেছেন এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ কিসের?’ সর্বজ্ঞাতা ও মহাবিজ্ঞানময় মহান আল্লাহ্র নির্দেশের ওপর প্রতিবাদ উত্থাপন করার তোমরা কে? তাঁর কাজের বিচার বিশ্লেষণ করার কার অধিকার রয়েছে? সমস্ত কাজের মূল তত্ত্ব তাঁরই জানা রয়েছে। তার বান্দাদের জন্য প্রকৃত উপকার কোন জিনিসে রয়েছে এবং প্রকৃত ক্ষতি কোন বস্তুতে রয়েছে সেটা তো তিনিই ভালো জানেন। তিনি উপকারী বস্তু হালাল করেন এবং ক্ষতিকর বস্তু হারাম করেন। মা তার দুগ্ধপায়ী শিশুর ওপর ততো করুণাময়ী হতে পারে না যতোটা করুণাময় মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর। তিনি যা হতে নিষেধ করেন তার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং যা করতে আদেশ করেন তার মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে, ‘মহান আল্লাহ্‌র উপদেশ শ্রবণের পর যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ

﴿عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ﴾

‘সেই অতীত ত্রুটি মহান আল্লাহ্‌ ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ (৫নং সূরাহ্‌ আল মায়িদাহ, আয়াত নং ৯৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেনঃ

وَكُلُّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ.

‘অজ্ঞতাপূর্ণ যুগে সমস্ত সুদ আমার পদদ্বয়ের নীচে ধ্বংস হয়ে গেলো। সর্বপ্রথম সুদ যা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি তা হচ্ছে ‘আব্বাস (রাঃ) -এর সুদ।’ (সহীহ মুসলিম-২/১৪৭/৮৮৬, সুনান আবূ দাঊদ-২/১৮২/১৯০৫, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১০২২/৩০৭৪, মুসনাদ আহমাদ -৫/৭৩) সুতরাং অন্ধকার যুগের যেসব সুদ গ্রহণ করা হয়েছিলো সেগুলো ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং যা অতীত হয়ে গিয়েছে সে গুলো তিনি ক্ষমা করেছেন। এই জন্যই মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ ﴿فَلَه مَا سَلَفَ وَ اَمْرُهٗ اِلَى﴾ সুতরাং যা অতীত হয়েছে তার কৃতকর্ম মহান আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর।’ অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, উম্মু মুহাব্বাহ যিনি যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) -এর উম্মু ওয়ালাদ (ক্রীতদাসীর সাথে মনিবের সহবাসের ফলে সন্তান জন্মলাভ করলে উক্ত ক্রীতদাসীকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হয়) ছিলেন, তিনি ‘আয়িশাহ্‌ (রাঃ) -কে বললেন, হে উম্মুল মু’ মিনীন! আপনি কি যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) -কে চিনেন? তিনি বলেন হ্যাঁ। তখন উম্মু মুহাব্বাহ বলেন ঐ যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) -এর নিকট আমি আট শো’ তে একটি গোলাম বিক্রি করি এই শর্তে যে, আতা আসলে সে টাকা পরিশোধ করবে। এরপর তার নগদ টাকার প্রয়োজন হয় এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সে ঐ গোলামটি বিক্রি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ফলে আমি তা ছ'শোতে ক্রয় করে নেই। উত্তরে ‘আয়িশাহ্‌ (রাঃ) বলেন, তুমি এবং সে উভয়েই একটি অন্যায় কাজ করেছো। কেননা এটা সম্পূর্ণ শারী ‘আত বিরোধী কাজ। যাও যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) -কে বলো যে, যদি সে তাওবাহ না করে তাহলে তার জিহাদের পুণ্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে, যে জিহাদ সে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাথে করেছে। উম্মু মুহাব্বাহ বলেন, আমি বললাম , যে দু’ শো আমি তার কাছে পাবো তা যদি ছেড়ে দেই এবং ছয়শ’ আদায় করে নেই তাহলে আমি আটশোই পেয়ে যাবো। তখন ‘আয়িশাহ্‌ (রাঃ) বলেন, ‘এতে কোন দোষ নেই।’ অতঃপর তিনি ﴿فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ﴾ এই আয়াতটি (২নং সূরাহ আল বাকারা, আয়াত-২৭৫) পড়ে শোনান। (সুনান বায়হাক্বী-৫/৩৩০, ৩৩১, তাবাকাতু ইবনু সা ‘ঈদ-৮/৪৮৭, মুসান্নাফ ‘আব্দুর রায্যাক-৮/১৮৪, ১৮৫, সুনান দারাকুতনী-২/৩১১, নাসবুর রায়াহ-৪/১৬,)

অতঃপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ ﴿وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾ সুদের নিষিদ্ধতা তার কর্ণকূহরে প্রবেশ করার পরেও যদি সে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ না করে তাহলে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। চিরকাল সে জাহান্নামে অবস্থান করবে।’ ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন ‘যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শায়তানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামত দিবসে দণ্ডায়মান হবে’ নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

‘যে ব্যক্তি এখন সুদ পরিত্যাগ করলো না, সে যেন মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। (হাদীসটি য ‘ঈফ। সুনান আবূ দাঊদ-৩/১৬২/৩৪০৬, মুসতাদরাক হাকিম-২/২৮৫, ২৮৬, সুনান বায়হাক্বী-৩/১২৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া-৯/২৩৬, সিলসিলাতুয য ‘ঈফাহ-৯৯০)

مُخَابِرَة শব্দের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ভূমিতে শস্যের বীজ বপন করলো এবং চুক্তি করলো ভূমির এই অংশে যা উৎপন্ন হবে তা আমার এবং অবশিষ্ট তোমার।’ هُزَابَنَة শব্দের অর্থ এই যে, একটি লোক অপর একটি লোককে বলেঃ ‘তোমার এই গাছের যা খেজুর রয়েছে তা আমার এবং এর বিনিময়ে আমি তোমাকে এই পরিমাণ খেজুর প্রদান করবো। ” مُحَاقَلَة শব্দের অর্থ হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি অপর একটি ব্যক্তিকে বলেঃ ‘তোমার শস্যক্ষেতে যে শস্য রয়েছে তা আমি ক্রয় করছি এবং তার বিনিময়ে আমার নিকট হতে কিছু শস্য তোমাকে প্রদান করছি।’ ক্রয়-বিক্রয়ের এই পদ্ধতিগুলো শারী ‘আতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যেন সুদের মূল কর্তিত হয়। এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনায় ‘আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কেউ বলেছেন এক রকম এবং কেউ বলেছেন অন্য রকম। আমীরুল মু’ মিনীন দ্বিতীয় খালীফা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) -এর একটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বলেছেনঃ আমার খুবই আশা ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনটি বিষয় আমাদের কাছে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিবেন যাতে ঐ বিষয়সমূহে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। তা হলো- (১) দাদার উত্তরাধিকার, (নাতী-নাতনীদের সম্পদ থেকে দাদার অংশ) (২) ‘কালালাহ’ দের (যে মৃত ব্যক্তি সন্তান অথবা মাতাপিতা রেখে যায়নি তাকে কালালাহ বলা হয়) উত্তরাধিকার এবং (৩) বিভিন্ন সুদের ফায়সালা সংক্রান্ত বিষয়। (সহীহুল বুখারী- ১০/৪৮/হা ৫৫৮৮, ফাতহুল বারী -১০/৪৮, সহীহ মুসলিম-৪/৩২/ পৃষ্ঠা-২৩২২, সুনান আবূ দাউদ-৩/৩২৪/হা৩৬৬৯)

‘উমার (রাঃ) ঐ সমস্ত লেনদেনের কথা উল্লেখ করতে চেয়েছেন যে বিষয়ে পরিস্কারভাবে বলা হয়নি যে, তা সুদ বলে গণ্য হবে, কি হবে না। শারী ‘আত বর্ণনা করছে, যে বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার সাথে যদি হালাল কোন কিছু যোগ করা হয় তাহলে তাও নিষিদ্ধ বা হারাম বলে গণ্য হবে। কারণ হারাম কাজের সাথে মিশ্রিত হওয়ার ফলে হালাল জিনিসও আর হালাল থাকে না। অনুরূপভাবে কোন কিছু করার জন্য যদি বাধ্য-বাধ্যকতা থাকে এবং ঐ কাজের সাথে যদি কোন কিছু যোগ করা ছাড়া সম্পূর্ণ করা না যায় তাহলে ঐ জিনিসটিও বাধ্য-বাধকতার আওতায় আসবে।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ.

‘হালাল স্পষ্ট ও হারামও স্পষ্ট। কিন্তু এর মধ্যে কতোগুলো জিনিস সন্দেহযুক্ত রয়েছে। এগুলো হতে দূরে অবস্থানকারীগণ নিজেদের ধর্ম ও সম্মান বাঁচালো। ঐ সন্দেহযুক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে পতিত ব্যক্তিরাই হচ্ছে হারামের মধ্যে পতিত ব্যক্তি। যেমন কোন রাখাল কোন এক ব্যক্তির রক্ষিত চারণ ভূমির আশ-পাশে তার পশুপাল চরিয়ে থাকে। সেখানে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ঐ পশুপাল ঐ ব্যক্তির চারণ ভূমিতে ঢুকে পড়বে।’ (সহীহুল বুখারী-১/১৫৩/হা-৫২, ফাতহুল বারী -১/১৫৩, সহীহ মুসলিম-৩/১২১৯/হা-১০৭, সুনান

আবূ দাউদ-৩/২৪৩/২৩৩০, জামি ‘ তিরমিযী-৩/৫১১/হা১২০৫, সুনান নাসাঈ -৭/২০৭৭/৪৪৬৫, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১৩১৮/৩৯৮৪, মুসনাদ আহমাদ -৪/২৬৭)

সুনানে হাসান ইবনু ‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ.

‘যে জিনিস তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তা ছেড়ে দাও এবং যা পবিত্র তা গ্রহণ করো। (সহীহুল বুখারী-৪/৩৪১, তিরমিযী-৪/৫৭৬/২৫১৮, সুনান নাসাঈ -৮/৭৩২/৫৭২৮) অন্য হাদীসে আছেঃ الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَتْ فِيهِ النَّفْسُ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

‘পাপ সেটাই, যা অন্তরে খটকা দেয়, মনে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং যা জনগণের মধ্যে জানাজানি হওয়াটা তুমি পছন্দ করো না।’ (সহীহুল মুসলিম-৪/১৪/পৃষ্ঠা-১৯৮০, জামি ‘ তিরমিযী- ৪/৫১৫/হা২৩৮৯, মুসনাদ আহমাদ -৪/১৮২) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

‘তোমার মনকে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করো, যদিও মানুষ অন্য ফাতাওয়া প্রদান করে।’ (হাদীসটি হাসান। সুনান দারিমী-২/৩১৯/২৫৩৩, মুসনাদ আহমাদ -৪/২২৮, তারিখুল কাবীর-১/১৪৫)

‘উমার (রাঃ) বলতেনঃ ‘বড়ই আফসোস যে, আমি সুদের তাফসীর পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারিনি এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করলেন। হে জনমণ্ডলী! তোমরা সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ করো এবং প্রত্যেকে ঐ জিনিস পরিত্যাগ করো যার মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে। (সনদ মুনকাতি ‘। মুসনাদ আহমাদ -১/৩৬, সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৬৩/হা-২২৭৬)

একটি হাদীসে রয়েছে যেঃ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ‘সুদের তিয়াত্তরটি পাপ রয়েছে।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৬৩/২২৭৫) ইমাম হাকিম (রহঃ) একটু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন যে, أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

‘সবচেয়ে হালকা পাপ হচ্ছে মায়ের সাথে ব্যভিচার করা। সবচেয়ে বড় সুদ হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির সম্মান নষ্ট করা।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম২/৩৭) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

الرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

‘সুদের সত্তরটি পাপ রয়েছে।’ ‘সবচেয়ে হালকা পাপ হচ্ছে মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৬১/২২৭৪) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيْهِ الرِّبَا قَالَ :قِيلَ لَهُ :النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ :مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ.

‘এমন যুগ আসবে যে, মানুষ সুদ গ্রহণ করবে।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ ‘সবাই কি সুদ গ্রহণ করবে? তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘যে গ্রহণ করবে না তার কাছেও তার ধূলী পৌঁছবে।’ (সনদ মুনকাতি ‘। মুসনাদ আহমাদ -২/৪৯৪, সুনান আবূ দাউদ-৩/২৪৩/হা৩৩৩১, সুনান নাসাঈ -৭/২৭৯, ২৮০/হা-৪৪৬৭, সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৬৩/হা২২৭৮) এ ধূলী হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে ঐ কারণগুলোর পাশেও যাওয়া উচিত নয় যেগুলো হারামের দিকে নিয়ে যায়।

‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যখন সূরাহ্ বাক্বারার শেষ আয়াতটি সুদের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে এসে তা পাঠ করেন এবং সুদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেন। (মুসনাদ আহমাদ ৬/৪৬) (মুসনাদ আহমাদ ৬/৪৬) এ ছাড়া ছয়টি হাদীসগ্রন্থের তিরমিযী বাদে অন্যান্য গ্রন্থে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫১, সহীহ মুসলিম৩/১২০৬, সুনান আবু দাঊদ৩/৭৫৯, সুনান নাসাঈ ৬/৩০৬, ইবনু মাজাহ ২/১০২২) অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.

‘ইয়াহূদীদেরকে মহান আল্লাহ্ অভিশপ্ত করেছেন; কেননা যখন তাদের ওপর চর্বি হারাম করা হয় তখন তারা কৌশল অবলম্বন করে ঐগুলো গলিয়ে বিক্রি করে এবং মূল গ্রহণ করে।’ (সহীহুল বুখারী-৬/৫৭০/হা৩৪৬০, ফাতহুল বারী -৬/৫৭২, সহীহ মুসলিম-৩/৭২/পৃষ্ঠা-১২০৭, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১১২২/হা-৩৩৮৩, সুনান দারিমী-২/১৫৬/২১০৪, মুসনাদ আহমাদ -১/২৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

‘সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সাক্ষ্যদানকারী এবং লেখকদের প্রতি মহান আল্লাহ্র অভিশাপ।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম-৩/১০৯/ পৃষ্ঠা-১২১৯, সুনান আবূ দাউদ-৩/২৪৪/হা-৩৩৩৩, জামি ‘তিরমিযী -৩/৫১২/হা১২০৬, মুসনাদ আহমাদ -৩/৩০৪)

তাহলে এটা স্পষ্ট কথা যে, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষ্যদাতাদের অযথা মহান আল্লাহ্‌র অভিশাপ স্কন্ধে বহন করার কি প্রয়োজন? ভাবার্থ এই যে, শারী ‘আতের বন্ধনে এনে কৌশল অবলম্বন করে তারা ঐ সুদের লেখা-পড়া করে, এ জন্য তারাও অভিশপ্ত। সহীহ হাদীসে এসেছে যেঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

‘নিশ্চয় মহান আল্লাহ্‌ তোমাদের আকৃতি এবং সম্পদের দিকে কোন দৃষ্টিপাত করবেন না। তবে তিনি তোমাদের অন্তর ও ‘আমলের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন।’ (সহীহ মুসলিম- ৪/৩৩/১৯৮৬, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১৩৮৬/হা-৪১৪৩, মুসনাদ আহমাদ -২/২৮৫)

‘আল্লামাহ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এই কৌশল খণ্ডন করার ব্যাপারে إِبْطَالِالتَّحْلِيلِ নামে একখানা পৃথক কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবটি এই বিষয়ে উত্তম কিতাবই বটে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সুদখোরদের ভয়ানক পরিণতি বিশেষ করে যারা সুদ হারাম হবার কথা জানার পরেও বিরত থাকবে না।

২. সকল প্রকার সুদ হারাম।